মুক্তির মন্ত্র

মানবপাচার প্রতিরোধ ও নারীর প্রতি সহিংসতা হ্রাসকরণ প্রকল্পের কর্মসূচি বার্তা

নির্বাহী কথা

যে 'চাওয়া' চাইতেই থাকবো

মানবজাতির অস্তিত্ব ও সভ্যতার অবিচ্ছেদ্য অংশ হলো নারী। স্বভাবতই মানবজাতির অর্ধেক জনগোষ্ঠীকে উন্নয়নবৃত্তের বাইরে রেখে উন্নয়নের পরিকল্পনাই নয়, কল্পনাও বাতুলতা। আবার নারীকে কেবল উন্নয়নবৃত্তের ভেতরে নিয়ে এলেই উন্নয়নের জোয়ার বইবে আমরা তা মনে করি না। তা করতে হলে দরকার শিক্ষিত ও সক্ষম নারী, এবং সকল প্রক্রিয়ায় তার স্বতঃস্ফূর্ত অংশগ্রহণ। কিন্তু 'স্বতঃস্ফূর্ত অংশগ্রহণ' এর বিষয়টি এতো সরল নয়, এর সাথে নারী-পুরুষ উভয়ের ইচ্ছার সততা, বোধ, আন্তরিকতা, যোগ্যতার মতো মৌলিকগুণাবলীগুলো সম্পৃক্ত। প্রশ্ন হলো এতোসব জটিল পথ-প্রক্রিয়ার মধ্যে দিয়ে উন্নয়ন কতটুকু সম্ভব? আমরা মনে করি অনেকখানিই সম্ভব। এজন্যে প্রথমেই উন্নয়নের ধারণা এবং এর প্রয়োজনীয়তার বিষয়টি আমাদের মতো করে আমরা বুঝে নিতে চাই–আমরা উন্নয়ন বলতে বুঝি শান্তি, স্থিতি, সমৃদ্ধি, বিকাশ ও সৌন্দর্য। ব্যক্তিগত, পারিবারিক, সামাজিক কিম্বা রাষ্ট্রিক পর্যায়ে এই বিষয়গুলোর বিদ্যমানতাই উন্নয়ন। উন্নয়নের শর্ত হচ্ছে সক্ষমতা এবং ক্ষমতার ভারসাম্য। ভারসাম্য আনতে গেলে মানুষের পিছিয়েপড়া অংশের সাম্য তথা নারীর ক্ষমতায়ন দরকার। কারণ আমাদের সমাজে নারী এখনো অনেকক্ষেত্রেই পুরুষের আরাম ও ব্যবসায়ের উপকরণ হিসেবেই ব্যবহৃত হয়ে আসছে। মানুষ হিসেবে নারীর স্বতন্ত্রঅস্তিত্বের সাবলীলস্বীকৃতি কেবল আমাদের সংবিধানেই স্বীকৃত। নারীকে ভাবা হয় পুরুষের কণ্ঠস্বর। পুরুষের অলংকার হয়ে, পুরুষের বাসগৃহের শোভাবর্ধন করা, কিম্বা পুরুষের গৃহপরিচারিকা অথবা ক্ষুধার যোগান হওয়াকেই নারীর নিয়তি বলে বিবেচনা এবং প্রচার করে থাকে আমাদের পুরুষশাসিত সমাজ। আমরা এই অবস্থার বিপক্ষে এবং এর পরিবর্তন চাই। সমাজকর্তৃক পুরুষের প্রতি নিরন্তর পক্ষপাতিত্ব পুরুষকে আগ্রাসী এবং অবিবেচক করে তুলেছে। আমরা বিশেষ কোনো পক্ষের প্রতি অন্ধত্বকেও সমর্থন করিনা এবং নারী ও পুরুষের প্রতি পক্ষপাতহীন থাকার পক্ষে। আমরা বিশ্বাস করি, পক্ষপাত সত্যকে আড়ালে রেখে নিপীড়নকে নির্বিঘ্নই করেনা, সভ্যতাকে কলংকিত করে এবং গণতান্ত্রিকতাকে প্রশ্নবিদ্ধ করে তোলে। আব্রাহাম লিংকন এই গণতন্ত্রকে সজ্জায়িত করতে যে 'অব দ্য পিপল, বাই দ্য পিপল' এর কথা বলেছেন, সেই 'পিপল' কে আমরা পুরুষ বনিয়ে নিয়েছি। নারী ও পুরুষের জন্যে যে বিদ্যার্জনকে ধর্ম ফরজ বলেছে, আমরা নারীর জন্যে তা প্রায় হারাম করে তুলেছি। রাসুল (সঃ) বিদ্যার্জনের জন্যে নারীপুরুষকে বন্ধুর ভৌগোলিক দূরত্বের যে চীনদেশে যেতে বলেছেন, নানা ওজুহাতে, এমনকি বাড়ির পাশের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানেও ছাত্রীর পড়ালেখাকে নিষিদ্ধ রাখতে আমরা চতুরকসরত অব্যাহত রেখেছি। আমরা জেন্ডারের সমতা চাই। আমরা মনে করি, উন্নয়নের জন্যে নারী-পুরুষ উভয়েরই ক্ষমতায়ন অপরিহার্য। বর্তমান সামাজিক প্রেক্ষাপটে নারীর ক্ষমতায়নকে উন্নয়নের পূর্বশর্ত বলে আমরা বিশ্বাস করি। অর্থাৎ, আমরা এমন একটা প্রক্রিয়ায় নারীর অন্তর্ভুক্তি চাচ্ছি যার মধ্যদিয়ে নিজের জীবনের প্রেক্ষাপটে ক্ষমতার কার্যকারিতা সম্পর্কে সচেতন হতে পারে নারী, নিজেকে পরিচালনা করতে প্রয়োজনীয় দক্ষতা ও

মুক্তির মন্ত্র

সক্ষমতা অর্জন করতে পারে, এবং অন্যের অধিকার খর্ব না করে এই ক্ষমতার ব্যবহার এবং অন্যকে এই ক্ষমতা অর্জনে সহায়তা করতে পারে। মানুষ হিসেবে প্রতিষ্ঠা পেতে হলে এই যোগ্যতা নারীকে অর্জন করতেই হবে। মানবতার কাছে কেবল কাগুজে আকৃতিতে আর যাই হোক মুক্তি মিলবে না। আমরা অভিজ্ঞতায় দেখেছি আকৃতি-আর্তনাদে সাময়িক দাক্ষিণ্য মিলে, প্রাপ্য পাওয়া যায়না। প্রাপ্য আদায় করতে হয়। তার জন্যে সবার আগে দরকার আদায়কারীর যোগ্যতা। কে না জানে আবেগ এবং যুক্তির মিশ্রণ ছাড়া শ্রদ্ধা-ভালোবাসার বন্ধন টেকসই হয়না। আমরা নারী-পুরুষের মধ্যে টেকসই বন্ধন চাই। এই 'টেকসইবন্ধন' টেকসই উন্নয়নের পূবশর্ত। এই বন্ধন নিশ্চিত করতে নারীর ভূমিকাই মুখ্য। সমস্যা হলো ভূমিকা রাখাতো অনেক দূরের ব্যাপার অধিকাংশ নারী জানেই না সমাজ-সংসারে তাদের চাওয়া-পাওয়া বলে কিছু আছে! আমরা নারীকে এই 'জানানো'র কাজটিই করছি। প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণ এবং কর্মকাণ্ডের মাধ্যমে সমাজের মূলস্রোতের সাথে আমরা নারীকে পরিচিত ও সম্পৃক্ত করতে চাচ্ছি। কারণ আমরা বিশ্বাস করি, নারীর ক্ষমতায়ন মানে পুরুষের ক্ষমতায়ন, সামাজিক সুস্থায়ন, এবং মানবতার মুক্তি। আসুন, সামাজিক শুদ্ধতার স্বার্থে আমরা সকলেই সুস্থতার চর্চা করি। ■

মানবপাচার প্রতিরোধ ও নারীর প্রতি সহিংসতা বন্ধে আমরা আপনার পাশেই আছি
প্রয়োজনে আমাদের সাথে যোগাযোগ করুন :

ক.গাংনী অফিস
প্যারিসের বাড়ি
বামুন্দি পশুহাট সংলগ্ন, বামুন্দি
গাংনী, মেহেরপুর।
সেল: ০১৭১৪-৪৭৬৯৫৯

গ. দর্শনা অফিস
ইসলামবাজার (নতুন থানার পেছনে)
আব্দুর রউফ সাহেবের বাড়ি (২য় তলা)
সেল: ০১৭১৬-৫১২৪২৩

খ. দৌলতপুর অফিস
মথুরাপুর স্কুলবাজার, দৌলতপুর, কুষ্টিয়া।
সেল: ০১৭১৮-৮৫১৯০২

একটি কেসস্টাডি ও কিছুকথা

নাজমুল হক শামীম

"মেহেরপুর জেলার গাংনী থানার কাজীপুর গ্রামের মোঃ আলেক উদ্দিনের মেয়ে মোছাঃ কল্পনা খাতুনের বিয়ে হয়েছে ১০ বছর আগে। একই থানার বজ্রপুর গ্রামের আজিজুল হকের ছেলে মাহাবুব তার স্বামী। আর দশটা বিয়ের মতোই কল্পনার স্বামীকে বিয়ের সময় ৪০,০০০ টাকার পণ দেয় কল্পনার পরিবার। বিয়ের পর থেকেই তাদের দাম্পত্য সম্পর্ক ভালো যায় না। কারণে-অকারণে গালিগালাজ, মারধোর কল্পনার দাম্পত্যসঙ্গী হয়ে গেলো দু'মাসের মধ্যেই। তারপরও কল্পনা ধৈর্য্য ধ'রে থাকে এই আশায় যে, একদিন তার স্বামী ভালো হবে। কিন্তু কল্পনার স্বামী ভালো হয় না। আরো খারাপ হতে থাকে। নির্যাতনের মাত্রাও বাড়তে থাকে। স্বামী মাহাবুব আজ দু'মাস ধরে বাড়িতেই আসে না। সংসারের কোনোরকম খোঁজখবরও সে রাখেনা এবং কোনো খরচাপাতিও দেয় না। লোকমুখে কল্পনা নানাকথা শুনেছে। শুনেছে মাহাবুব ভালো আছে। তবু কল্পনা স্বামীর বাড়িফেরার অপেক্ষা করতে থাকে। একদিকে স্বামীফেরার অপেক্ষা আর ক্ষুধার জ্বালা, অন্যদিকে প্রতিবেশীর কাল্পনিক কটু মন্তব্য নিরক্ষর কল্পনার কষ্টকে তীব্র করে তোলে। বেহায়া ক্ষুধা মিটাতে আর অর্ধনগ্নশরীরটাকে ঢাকতে একটা কাজের সন্ধান করতে থাকে কল্পনা। কাজ মিলেনা। একপর্যায়ে মা-বাবার অভাবের সংসারে চলে আসে সে। মায়ের বাড়িতে আসার পরও তার স্বামী কোন খোঁজখবর নেয় না। কল্পনার সন্দেহ তার স্বামীর অন্য মেয়ের সঙ্গে সম্পর্ক আছে অথবা এরই মধ্যে সে অন্যকাউকে বিয়ে করেছে। কল্পনা নিজের সংসারে ফিরতে আবারো যায় তার স্বামীর বাড়িতে। শাশুড়ী-ননদের কাছ থেকে গঞ্জনা ছাড়া কিছুই মিলেনি সেখানে। মুক্তির পিপলস কমিটির একজন সদস্যের সাথে এরই মধ্যে তার পরিচয় হয়েছে। তার পরামর্শে স্বামীর সংসারে ফিরতে কোর্টে মামলা করে কল্পনা। কোর্টে মামলা করার পর তার স্বামী তার নামে ১ বিঘা জমি লিখে দিলে উভয়পক্ষের মধ্যে একটা আপসরফা হয়। তার পর থেকে তাদের দাম্পত্যজীবন ভালোই চলছিল। এবার মাহাবুব সৌদি আরবে যাওয়ার জন্য ৮০,০০০ টাকা ধার চায় কল্পনার বাবার কাছে। শত কষ্টেও মেয়ের মুখের দিকে তাকিয়ে ধারদেনা করে সে টাকার যোগান দেয় তার বাবা। কিন্তু সৌদি আরবে যাওয়ার পর কল্পনার সাথে কোন যোগাযোগ করে না মাহাবুব। কোন খরচাপাতিও দেয় না। সমাধানের জন্য কল্পনা এলাকার গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গকে জানায়। এলাকার লোকজন সমাধান দিতে না পারার কারণে কল্পনা পিপল্‌স কমিটির সদস্যের মাধ্যমে মুক্তির কার্যালয়ে আসেন তার দেনমোহর খোরপোষ ফিরে পাওয়ার জন্য। মুক্তি অফিস সালিশের জন্য উভয় পক্ষকে নোটিশ প্রদান করে। দাম্পত্যজীবন পুনরুদ্ধারের জন্যে মুক্তির শালিসবোর্ড চেষ্টা করে কিন্তু সম্ভব হয়না। অবশেষে মুক্তির সালিশের মাধ্যমে কল্পনা-মাহাবুবের দাম্পত্যসম্পর্কের ইতি টানা হয়। এই শালিসের মাধ্যমে কল্পনা দেনমোহর খোরপোষ বাবদ ১,৮০,০০০/= (একলক্ষ আশিহাজার) টাকা ও তার নামে ৮০ হাজার টাকায় পূর্বে কেনা জমি ফিরে পেল।"

কেসস্টাডির 'কল্পনা' কোনো কাল্পনিক নাম নয়। উল্লেখিত ঘটনা, বর্ণিত এলাকা ও নাম সবই সত্য। জটিল কোনো বিষয় বা ঘটনার সফল পরিসমাপ্তিকে কেসস্টাডিতে তুলে আনা-ই সাধারণত কেসস্টাডি'র রেওয়াজ। সেই হিসেবে আলোচ্য কেসে বর্ণিত 'পরিণতি'-কে সফলতা বলে আমরা দাবি করি না। আবার এই কেসের ক্ষেত্রে আমাদের শ্রম-আন্তরিকতা যে ব্যর্থ হয়েছে– আমরা তাও মনে করছি না। কারণ সংসারমুখী কল্পনার সংসার করার 'সহজাতস্বপ্ন' এক্ষেত্রে পূরণ হয়নি বটে, কিন্তু তালাকপরবর্তী পরিস্থিতিতে ন্যায্য পাওনা মিটেছে। তালাক না হয়ে একটা আপসরফার মাধ্যমে কল্পনা যদি তার সংসারে ফিরে যেতো তাহলে কি কেসটিকে আমরা 'সফল' বলতাম? এক্ষেত্রে সফল বলেই অভ্যস্ত আমরা। আমরা ধরেই নেই ভরাশালিসে অভিযুক্তপক্ষকে যুক্তিতর্কের মারপ্যাঁচে ফেলে 'নথিভুক্ত অভিযোগের স্বীকারোক্তি আদায়, দুঃখ প্রকাশ, ভবিষ্যতে উল্লেখিত আচরণ থেকে বিরত রাখতে অঙ্গীকার আদায়, এবং অভিযোগকারীকে প্রাপ্যমর্যাদা দিয়ে ঘরে তুলে নেওয়ার প্রতিশ্রুতি পেলেই তা 'সফল' হলো। এরকম একাধিক 'সফলকেস'-কে পুনর্বার একই অভিযোগের মীমাংসার জন্যে আবেদন করতে দেখে আমাদের সে ভ্রান্তিবিলাস অনেকটাই কেটে গেছে। এমন অনেক সফলকেসকে ঘরের ডাবে অথবা শিলিংফ্যানে গলায় দড়ি দিয়ে মুক্তি খুঁজতে দেখেছি আমরা। ক্ষুদ্রঋণ নিয়ে অজপাড়াগাঁর নিঃস্ব হাজেরার মহাজন হয়ে ওঠার মলাটভর্তি গল্পের ফোঁকরগলে ভিন্ন এক হাজেরার কাহিনিও আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে।

ক. আমাদের কল্পনা অশিক্ষিত বাবা-মায়ের অভাবী সংসারে অযত্নে বেড়েওঠা এক আত্মবিশ্বাসহীন নারী। লেখাপড়া জানেনা। বিশেষ কোনো কাজেও দক্ষ নয়। বিয়ে হয়েছে অল্পবয়সে। ব্রজপুর এর

বাইরেও যে বিরাট একটা পৃথিবী আছে তার খোঁজখবর কল্পনার তেমন জানা নেই। সংসারের প্রায় পুরোকাজের দায়িত্ব তার উপর। কাজে সামান্য ত্রুটি হলে কিম্বা একটুআধটু দেরি হলে সকলেই তার সাথে দুর্ব্যবহার করে। চেহারার খোঁটা দেয়। নানা বাহানায় বাবার কাছথেকে টাকা আনতে স্বামী-শাশুড়ী চাপাচাপি করে। এই চাপ কমাতে কল্পনা মুখবুজে বেশি বেশি কাজ করে। লাভ হয় না। পড়শীরা কল্পনার কান্না শুনে কানচেপে না শোনার ভান করে। দু'একজন পড়শীর কাছে এব্যাপারে পরামর্শও চেয়েছে সে। তারা বলেছে ধৈর্য্য ধরতে। কেউ বলেছে মেয়েদের এটাই নিয়তি। কেউ কেউ পরামর্শ দিয়েছে মাহাবুবকে তালাক দিয়ে চলে যেতে। কিন্তু কল্পনার যাওয়ার জায়গা নেই। উপার্জন করে খাওয়ার ক্ষমতা নেই। স্বভাবতই যেকোনো কিছুর বিনিময়ে কল্পনা মাহাবুবের সংসারটাকে আঁকড়েই বাঁচার স্বপ্ন খোঁজে। মারপিঠে কল্পনার কান্নাকাটিতেও পড়শীদের কেউ যখন এগিয়ে আসেনি তখন কল্পনার মনে হয়েছে এটাই মেয়েদের নিয়তি!

খ. কল্পনার কান্না থামাতে হলে কানভরে সে কান্না শুনতে হবে। চোখ খুলে সে কান্নার কারণগুলো দেখতে হবে এবং উল্লিখিত আর্থ-সামাজিক অবস্থার নির্মোহ বিশ্লেষণ করে ব্যবস্থা নিতে হবে। আমরা কল্পনার কান্নার তিনটি কারণকে আপাতত চিহ্নিত করতে চাই

১. স্বামী মাহাবুব এবং তার পরিবার এক লোভী বিকৃত মানসিকতা সম্পন্ন।

২. শিক্ষাহীনতা এবং অদক্ষতা অপরিণত কল্পনাকে মাহাবুবের কাছে আকর্ষণহীন এবং বোঝায় পরিণত করেছে।

৩. পড়শীর নীরবতা অসহায় কল্পনার উপর নির্যাতন করতে পরোক্ষভাবে মাহাবুবকে পৃষ্ঠপোষকতা করেছে। কল্পনার কেসটিকে সফল কেসে রূপান্তরিত করতে হলে এই তিনটি অনুসঙ্গকে বিবেচনায় নিতে হবে । অর্থাৎ বিকশিত কল্পনা, সভ্য মাহাবুব, সচেতন পড়শী এই তিনটি প্রত্যাশা পূরণের অনুপাতের উপর কল্পনার কেসের সফলতা নির্ভর করছে। এক্ষেত্রে দেনমোহর খোরপোষ বাবদ পাওয়া ১,৮০,০০০ টাকার সুষ্ঠু বিনিয়োগ এবং একখন্ড জমির সদ্ব্যবহার করা গেলে কল্পনার মুখে হাসি না ফিরলেও কান্না কিছুটা কমানো যাবে বলে আমরা বিশ্বাস করি। কাউন্সেলিং, আয়বর্ধনমূলক প্রশিক্ষণ, এবং নিবিড় যোগাযোগের মাধ্যমে আমরা সে চেষ্টা করছি। আমাদের চেষ্টায় কিছু সীমাবদ্ধতা আছে, আন্তরিকতায় ঘাটতি নেই। এক্ষেত্রে প্রকল্প এলাকার পড়শীরা 'কানচেপে' থাকলে আমাদের পরিকল্পনা নিছক কল্পনা হয়ে যাবে। কল্পনাদের কেসকে 'সফল কেস' এ রূপায়িত করতে আমরা সকল সভ্যমানুষের সহযোগিতা চাই। ■

ধর্ষণ: নারীর আর এক ট্রাজেডি

কাজী শফিউল্লাহ

ধর্ষণ মানুষ ও মানবতার বিরুদ্ধে এক ঘৃণ্যতম নাম, ঘৃণিত অধ্যায়। এই বিকৃতি ছোপ ছোপ দাগ ফেলে কলুষিত করে চলেছে সমাজ, সভ্যতা ও মানবতাকে। ১৯৯১ এর মার্চ থেকে ডিসেম্বর পর্যন্ত সারাদেশে ধর্ষিত হয়েছে মোট ৪৪৭ জন, ১৯৯২ সালে ধর্ষিত হয়েছে ২৪৮ জন ১৯৯৩ সালে ঢাকা, রাজশাহী ও রংপুরে ধর্ষিত হয়েছে ২০৭ জন। ১৯৯৪ সালে ঢাকা, ময়মনসিংহ রংপুর, রাজশাহী ও ঠাকুরগাঁয়ে ধর্ষিত হয়েছে ২২৮ জন, ১৯৯৫ সালে গাইবান্ধা, দিনাজপুর, রাজশাহী, সিরাজগঞ্জ, ঢাকায় ধর্ষিত হয়েছে ২৩১ জন, ১৯৯৪ সালে ৬৪৭ জন, ১৯৯৫ সালে ৭৩৩ জন, '৯৬ থেকে '৯৭ পর্যন্ত ধর্ষিত হয়েছে ১৭৪৩ জন। উল্লিখিত সংখ্যা মহান জাতীয় সংসদেও আলোচনা হয়েছে, এছাড়াও লোকচক্ষুর অন্তরালে, সংবাদ মাধ্যমের প্রচারের বাইরে হাজার হাজার মা-বোনের সম্ভ্রম লুণ্ঠিত হয়েছে নরপশু মাংসলোভী বর্বরদের হাতে, সেটা পরিসংখ্যানে আসেনি। আজ "দেড় মাসের" শিশু কন্যা থেকে ৬৬ বছরের বৃদ্ধা কেউ মুক্ত নয়। কখন ধর্ষণ নামক দৈত্য তার উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে তার জীবন তছনছ করে ফেলবে, বেঁচে থাকার বাকি সময়টা একটা দুর্বিষহ অব্যক্ত যন্ত্রণার ক্ষত তৈরি করে রেখে যাবে, স্বপ্নের মাঝেও হানা দিবে পিশাচ মরণ, চিৎকারে সে জাগিয়ে দিবে অন্যের ঘুমকে, থরথর করে কাঁপবে সারাদেহ এক অজানা আতংকে। অথচ কাউকে কিছু বলা যাবেনা তার স্বপ্নের বিবরণ। যে শিশু অবুঝ তাকে সামান্য লজেন্স, আইসক্রিম, ফল অথবা নগদ টাকার লোভ দেখিয়ে তার আগামী দিনের সম্ভাবনাময় জীবন ধ্বংস করে দেওয়া হচ্ছে। বর্তমানে নারী ধর্ষিত হচ্ছে হাটে-মাঠে-রেলস্টেশনের গোপন কামরায়, শিক্ষালয়ে, মাদ্রাসায়, জেলখানার অভ্যন্তরে, থানার গোপন কামরায়, আইনের সর্বোচ্চ জায়গা কোর্ট ও কোর্ট হাজতে, গরিবের কুঁড়েঘরে, ধনীর দ্বিতল, ত্রিতল অট্টালিকায়, লঞ্চে, জাহাজে বাসস্ট্যান্ডের কোন গোপন রুমে, রেলে এমনকি সম্ভ্রমহানি হচ্ছে বিমানে। ২০১০ ও ২০১১ এর মাত্রা কমলেও ইভটিজিং নামক আরেক ব্যাধি নারীকে আত্মহননের পথে ঠেলে দিয়েছে।

বলা যায় নারী এখন কোথাও নিরাপদ নয়। ধর্ষণের কারণ নির্ণয় করতে গিয়ে অনেক মনোবিজ্ঞানী ডাক্তার, আইনবিদ এবং সাহিত্যিক বলছেন, বর্তমান সময়ের বেকারত্ব যুব সমাজকে হতাশাগ্রস্ত করে তুলছে, তার ফলে তারা হচ্ছে ড্রাগ আসক্ত, দেখছে কুরুচিপূর্ণ ছবি, তারপর আসছে ধর্ষণের ভয়াল থাবা নিয়ে। কেউ বলছেন মেয়েদের পোশাক-আশাক কুরুচিপূর্ণ যা কাম উদ্দীপনার সৃষ্টি করে। ফলে সে শিকার হচ্ছে অন্যের দ্বারা। এছাড়াও গভীর

ভাবে ভাবলে বলা যায় যারা বেকার নয়, বুদ্ধিজীবী, উচ্চ শিক্ষিত, ভালো চাকুরীজীবী, ব্যবসায়ী অথবা শিক্ষক তাদের দ্বারা যখন এই জঘন্যতম ঘৃণিত কাজটি হচ্ছে তখন আর উপরের কথাগুলো খাটে না। এ ক্ষেত্রে আমার বক্তব্য হলো ধর্ষণ বাড়ছে আমাদের জাতীয় জীবনের অস্থিরতা, রাজনৈতিক অস্থিরতা, বিশ্বের গতির সাথে তাল মিলিয়ে না চলার কারণে অস্থিরতা, হঠাৎ অর্থ প্রাপ্তি, বাবা মায়ের জীবন-যাপন পদ্ধতি যা সন্তানের কাছে গ্রহণযোগ্য নয়, সর্বোপরি নারী ও পুরুষের প্রতি বৈষম্যমূলক দৃষ্টিভংগি যা আমাদের সর্বস্তরের মানুষের মাঝে বিদ্যমান।

এই ঘৃণ্যতম অধ্যায়টির অবসান চাইলে আমাদের পশ্চাৎপদ মন ও মানসিকতার পরিবর্তন ঘটিয়ে নারী ও পুরুষকে আলাদা না করে মানুষ হিসাবে দেখতে হবে, গণসচেতনতার সৃষ্টি করে রাজনৈতিক অনিশ্চয়তার অস্থিরতা; হঠাৎ অর্থপ্রাপ্তির যোগসাজস, কাটিয়ে উঠতে হবে। এর জন্য চাই সম্মিলিত প্রয়াস, গণজাগরণ এবং সরকারী কঠোর পদক্ষেপ।

বাংলাদেশের এনজিওসমূহ বিভিন্ন কর্মসূচির মাধ্যমে নারীর ক্ষমতায়ন প্রক্রিয়া শুরু করে থাকে। এই কর্মসূচিগুলো মূলত চারটি ভাগে ভাগ করা যায়। এই প্রক্রিয়ার একটি দিয়ে শুরু করে অপরটিতে প্রসারিত হয়েছে। তবে একে চারভাগে ভাগ করার কারণ হলো প্রতিটি পদ্ধতি নির্ধারণ করা হয়েছে মহিলাদের ক্ষমতাহীনতার কারণের "রুট কজ" নির্ধারণের মাধ্যমে।

এই চারটি পদ্ধতি হলো:

১. সমন্বিত উন্নয়ন কর্মসূচির মাধ্যমে নারীর ক্ষমতায়ন।
২. অর্থনৈতিক কার্যক্রমের মাধ্যমে ক্ষমতায়ন।
৩. নারীদের সচেতনতা বৃদ্ধি ও সংগঠিত করার মাধ্যমে ক্ষমতায়ন।
৪. গবেষণা, প্রশিক্ষণ, সম্পদ প্রদান, সামর্থ্যসৃষ্টি, এডভোকেসির মাধ্যমে নারীর ক্ষমতায়ন।

প্রতিটি পদ্ধতিতে এনজিওসমূহ নিজস্ব কৌশল ও পরিকল্পনা অনুযায়ী মহিলাদের অবস্থা ও অবস্থানের পর্যালোচনা করেছে এবং ক্ষমতায়নের সূচক নির্ধারণ করেছে। প্রতিটি পদ্ধতিরই সীমাবদ্ধতা ও বিতর্কিত বিষয়ে বিকল্প মতামত রয়েছে যা কর্মরত এনজিওকর্মী মাত্র নিজের কার্যক্রমের সাথে নিয়ে স্বপক্ষে যুক্তি খুঁজে পেতে পারেন। এই স্বল্প পরিসরে তার উল্লেখ করা কঠিন তবে নারীর ক্ষমতায়নের জন্য যে কৌশলসমূহ ব্যবহার করা হয় তার কয়েকটি উল্লেখ করা হলো যা সুষ্ঠু ব্যবহারের মাধ্যমে এনজিওসমূহ এক্ষেত্রে ব্যাপক ভূমিকা রাখছে।

নারীর ক্ষমতায়নের কৌশলসমূহ:

১. সুনির্দিষ্ট ভৌগোলিক এলাকায়, শহর বা গ্রামে সবচেয়ে দরিদ্র মহিলাদের সাথে কাজ করা।
২. নারীকর্মী, উন্নয়নকর্মী যারা লিংগ বৈষম্য সম্পর্কে সচেতন এবং রাজনৈতিকভাবে সচেতন তাদের সাথে আলোচনা করা, সামাজিক আন্দোলন গড়ে তুলতে উদ্বুদ্ধ করা।
৩. নারীদের জন্য আলাদা "সময় ও স্থান" নির্ধারণ করা যেখানে তারা উন্নয়ন কর্মসূচির সুবিধাভোগী হিসাবে চিহ্নিত না হয়ে নারী হিসাবে বসবে এবং সংগঠিত হবে।
৪. নারীদের নিজস্ব অভিজ্ঞতা ও বাস্তবতা থেকে কাজ শুরু করা, যেখানে নিজের প্রতি আত্মবিশ্বাস গড়ে ওঠা থেকে জেন্ডার সম্পর্কে স্বচ্ছ ধারণা থাকবে।
৫. বর্তমান বিশ্বের বিভিন্ন খবর, তথ্য, জ্ঞান, প্রযুক্তির দক্ষতায় নারীদের অংশগ্রহণের মাধ্যমে তাদের ক্ষেত্রকে প্রসারিত করা এবং অংশীদারিত্ব দেয়া।
৬. নারীদের বিশ্লেষণী ক্ষমতা বৃদ্ধি করে নিজেদের ইস্যুগুলো নিয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণে সমর্থ করে তোলা।
৭. বিকল্প সমাজ ব্যবস্থা সম্পর্কে ও বিকল্প উন্নয়ন প্রক্রিয়া সম্পর্কে সুস্পষ্ট ধারণা দেয়া।
৮. সুসংগঠিত মহিলা সংগঠন গড়ে তোলা যেন তারা নিজেরাই নিজেদের অবস্থার পরিবর্তনের জন্য আন্দোলন করে।

বর্ণিত পদক্ষেপের মাধ্যমে নারীর ক্ষমতায়ন সৃষ্টি করে উন্নয়ন কর্মকাণ্ডে সক্রিয় অংশগ্রহণের মাধ্যমে, জেন্ডার বৈষম্য দূরীকরণের মাধ্যমে ধর্ষণের এই ঘৃণিত অধ্যায় সমাজ থেকে দূর করা সম্ভব। দরকার আত্মজাগরণ ও স্বীকৃতি। ■

মানবপাচার এবং নারী-শিশু নির্যাতন প্রতিরোরোধে কর্মএলাকার উদ্দিষ্টজনগোষ্ঠীসহ বিভিন্ন পেশার মানুষকে পরিকল্পিত কর্মসূচীর মাধ্যমে সচেতনতাবৃদ্ধিসহ আমরা সালিশ কার্যক্রম পরিচালনা করে আসছি। প্রচলিত সালিশ ব্যবস্থায় প্রায়শ ত্রুটি ও পক্ষপাতিত্বের অভিযোগ করে থাকেন অভিযোগকারীগণ। অভিযোগকারী অভিযুক্তের তুলনায় সাধারণত দরিদ্র ও অসহায় হয়ে থাকে। পয়সা এবং মাসলের জোরে অভিযুক্ত সহজেই প্রভাবিত করতে পারেন সালিশ প্রক্রিয়াকে। স্বভাবতই সালিশ প্রায়শই কেবল লক্ষ্যচ্যুত নয়, নারী নির্যাতনের স্বীকৃত মাধ্যমেও পরিণত হয় কখনো। এব্যবস্থার উত্তরণ ঘটিয়ে সমাজে একটা আদর্শ সালিশব্যবস্থা প্রবর্তন ও তাতে সংশ্লিষ্টদের অভ্যস্তকরে অসহায় মানুষের বিশেষত নির্যাতিত দরিদ্র নারীদের আইন সহায়তা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে কাজ করছি আমরা। এক্ষেত্রে সালিশের মাধ্যমে সমস্যার সমাধানের চেষ্টা করি আমরা। যে কেসগুলো সালিশে সমাধান হয় না সেগুলো কোর্টের মাধ্যমে সমাধান করা হয়ে থাকে। নিচে জানুয়ারি থেকে নভেম্বর ২০১১ পর্যন্ত প্রকল্পের আওতায় প্রদত্ত আইনসহায়তা তথ্য দেয়া হলো ।

এক নজরে আইন সহায়তার তথ্য

(জানুয়ারি-নভেম্বর/২০১১)

অভিযোগের ধরন	মোট	সালিশে মীমাংসা	কোর্টে প্রেরণ	থানায় প্রেরণ	কোর্ট মীমাংসা	নথিজাত	চলমান
দাম্পত্য জীবন পুনরুদ্ধার	৭০	৪২	৫		১	১৫	৮
দেনমোহর ও খোরপোষ	৬৯	২৬	১৩		৩	৭	২৩
শারীরিক মানসিক নির্যাতন	২৩	১৪					৯
ধর্ষণ	১			১			
যৌতুকের দাবি	১৫	৯	৪		২		২
বিবাহ বিচ্ছেদ	৩	২					১
স্ত্রীর অনুমতি ছাড়া ২য় বিবাহ	৬	১	১			৩	১
সন্তান উদ্ধার	৪		১		১	১	২
সন্তানের খোরপোষ	৪						৪
সম্পদের দাবি	১					১	
প্রতারণা	২	০				২	
মোট	১৯৮	৯৪	২৪	১	৭	২৯	৫০

- সালিশের মাধ্যমে দাম্পত্য জীবন ফিরে পেয়েছেন ৪২ জন অসহায় দরিদ্র নারী
- শারীরিক ও মানষিক নির্যাতন থেকে মুক্ত হয়ে দাম্পত্য জীবন ফিরে পেয়েছেন ১০ জন অসহায় দরিদ্র নারী
- যৌতুকের নির্যাতন থেকে মুক্ত হয়ে দাম্পত্য জীবন ফিরে পেয়েছেন ০৯ জন অসহায় দরিদ্র নারী
- বিবাহবিচ্ছেদের আবেদন করার পর ভুল বুঝতে পেরে স্বামীর সংসার ফিরে পেয়েছেন ০২ জন অসহায় দরিদ্র নারী
- স্ত্রীর অনুমতি ছাড়া ২য় বিবাহ করার পর ভুল বুঝতে পেরে স্বামীর সংসার ফিরে পেয়েছেন ০১ জন অসহায় দরিদ্র নারী
- মোট দাম্পত্য জীবন ফিরে পেয়েছেন ৬৪ জন অসহায় দরিদ্র নারী
- সালিশের মাধ্যমে দেনমোহর পেয়েছেন ৩০ জন (২০৯৬০০০/=) টাকা (০৪ জনের আবেদন ছিল শারীরিক ও মানসিক নির্যাতন)। অসহায় দরিদ্র নারী
- কোর্টের মাধ্যমে দেনমোহর পেয়েছেন ৪ জন (১৩০০০০/=) টাকা। অসহায় দরিদ্র নারী

রিপোর্ট প্রস্তুত: নুরুন্নাহার রিক্তা

চিত্রে প্রকল্পের ২০১১ এর কার্যক্রম

বিজিবি দিবস উপলক্ষে আয়োজিত মিটিং এ বক্তব্য রাখছেন প্রকল্পের প্রোগ্রাম অফিসার আ. রাজ্জাক

দৌলতপুর আইন প্রয়োগকারী সংস্থার সাথে মিটিং এর একটি দৃশ্য

দাতাসংস্থা ব্রেড ফর দ্য ওয়ার্ল্ডের প্রতিনিধি মি. গবিন্দ্র চন্দ্র সাহা উপকারভোগীদের সাথে মতবিনিময় করছেন

শালিসির মাধ্যমে দাম্পত্যকলহের মিমাংসা করছেন প্রকল্পের প্যানেল আইনজীবীগণ

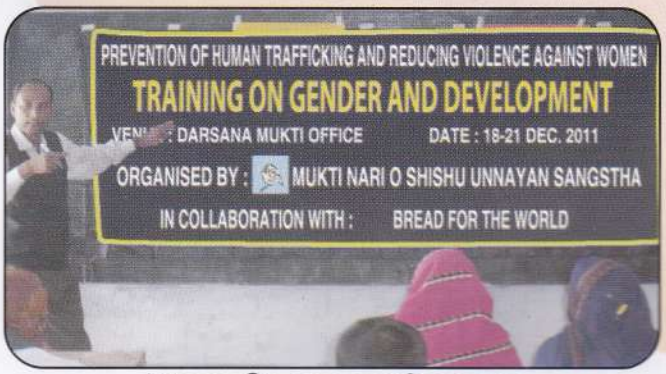

উপকারভোগীদের জন্য আয়োজিত 'জেন্ডার এন্ড ডেভলপমেন্ট' প্রশিক্ষণের একটি অংশ

পিপলস কমিটির সদস্যদের জন্য আয়োজিত প্যারালিগ্যাল ট্রেনিং উদ্বোধন করছেন সংস্থার পরিচালক জনাব এম.এ. হান্নান

দর্শনায় শীতবস্ত্র বিতরণ করছেন গাংনী উপজেলা চেয়ারম্যান এবং সংস্থার নির্বাহী পরিচালক জনাব মমতাজ আরা বেগম

দাতাসংস্থা ব্রেড ফর দ্য ওয়ার্ল্ডের প্রতিনিধি মি. গবিন্দ্র চন্দ্র সাহা প্রকল্পের প্যানেল আইনজীবীর সাথে মতবিনিময় করছেন

চিত্রে প্রকল্পের ২০১১ এর কার্যক্রম

আন্তর্জাতিক মানবাধিকার দিবস-২০১১ উপলক্ষে আয়োজিত কর্মসূচির অংশবিশেষ

ত্রৈমাসিক দম্পতিসভার অংশ বিশেষ

আন্তর্জাতিক নারীদিবস-২০১১ উপলক্ষে আয়োজিত সভা

ব্রেড ফর দ্য ওয়ার্ল্ডের প্রতিনিধি মিজ ক্লাউডিয়া প্রকল্পের উপকারভোগীদের সাথে মতবিনিময় করছেন

প্রকল্পকর্মিদের সাথে ফটোসেশনে দাতাসংস্থার প্রতিনিধি মিজ ক্লাউডিয়া

পুলিস প্রশাসনের সাথে মতবিনিময় করছেন দাতাসংস্থার প্রতিনিধি। সাথে সংস্থার নির্বাহী-পরিচালক

মুক্তির মন্ত্র

মানবপাচার প্রতিরোধ ও নারীর প্রতি সহিংসতা হ্রাসকরণ প্রকল্পের কর্মসূচি বার্তা
প্রকাশকাল: ডিসেম্বর ২০১১
প্রকাশ ও প্রচার: মুক্তি নারী ও শিশু উন্নয়ন সংস্থা, ১০৮/৫৩ শশীভূষণ প্রামাণিক সড়ক, থানাপাড়া কুষ্টিয়া-৭০০০।
ফোন: ০৭১-৬২১৫৩,০১১৯৮০৩৫৭৯৯, ইমেইল: muktiorg@gmail.com, ওয়েব: www.muktinari.org.bd

নির্বাহী সম্পাদক : মমতাজ আরা বেগম
সম্পাদক : নাজমুল হক শামীম
সহযোগিতা : এম. এ. হান্নান, আছাদুজ্জামান, অলোক প্রকাশ বসু, কামরুন্নাহার দীল তৌহীদা, আবুল কালাম আজাদ, আব্দুর রাজ্জাক, শ্যামলী খাতুন

aalpoth 01712145058 kushtia